১০.২৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহস্রাব্দের ঘোষণাপত্র (২০০০)
Millennium Declaration of the UN (2000)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহস্রাব্দের ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয় ২০০০ সালে তিনদিন ব্যাপী মহাশীর্ষ বৈঠকের দীর্ঘ আলোচনার পর। অনেকের দাবি এটা হল পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সর্ববৃহৎ আলোচনা সভার ফলশ্রুতি। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ১০০ টি দেশের রাষ্ট্রনেতা, ৪৭টি সরকারের প্রধান, তিনজন রাজপুত্র, পাঁচজন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী। এইসব মিলিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোট ৮০০ জন প্রতিনিধি (Delegates) এবং ৫,৫০০ জন সাংবাদিক। ঘোষণাপত্রে মোট ৮টি অধ্যায় এবং ৩২টি প্যারা বা অনুচ্ছেদ ছিল।

আলোচ্য ঘোষণাপত্রে যেসব **নীতি ও উদ্দেশ্য** স্থান পেয়েছে সেগুলি হল ঃ (ক) শান্তি, (খ) উন্নয়ন, (গ) পরিবেশ সুরক্ষা, (ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণ, (ঙ) দুর্বল ও অসহায়দের সুরক্ষা, (চ) আফ্রিকাবাসীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া এবং (ছ) জাতিপুঞ্জের শক্তিবৃদ্ধি। এইসব নীতি ও উদ্দেশ্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়, সাধারণসভা নিয়মিতভাবে এই ঘোষণাপত্রে ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্যগুলির রূপায়ণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। এ ছাড়া সাধারণ সভা মহাসচিবকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেবে, যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হবে।

ঘোষণাপত্রের প্রথম অংশেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের **মূল্যবোধ (values)** হিসাবে ৬টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন— (১) স্বাধীনতা, (২) সাম্য, (৩) সংহতি, (৪) সহিষ্ণুতা, (৫) প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং (৬) দায়িত্বের সুষ্ঠু বন্টন (shared responsibility)। এ ছাড়া, ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জাতিপুঞ্জের সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বব্যাপী ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করেন।

ঘোষণাপত্রে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপায়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া জাতিপুঞ্জ যাতে আন্তর্জাতিক বিবাদ ও সংঘর্ষ রোধে এবং শান্তি রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

উন্নয়নের প্রশ্নে ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আমরা পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের অসহনীয় **দারিদ্র এবং অমানবিক পরিবেশ** থেকে মুক্ত করতে কোনোরূপ চেষ্টার ত্রুটি রাখব না।' উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্রের অবসানের সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁরা চান আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রাকে অর্দ্ধেকের নীচে নামিয়ে আনতে। আরও বলা হয় ২০১৫ সালের মধ্যে বালক-বালিকাদের **সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা** করা হবে এবং HIV/AIDS-এর বিস্তার রোধ করা হবে এবং অন্তত ১০০ মিলিয়ন **বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত** করা হবে।

এ ছাড়া **লিঙ্গ বৈষম্য** রোধ করার সংকল্পও নেওয়া হয়। ঘোষণাপত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে **দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে** যেকোনো প্রকার বৈষম্যের অবসানের কথা বলা হয়। **পরিবেশ দূষণ রোধের** ব্যাপারে ঘোষণাপত্রে Kyoto Protocol-এর সিদ্ধান্তগুলিকে রূপায়ণের ওপর

গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সেই সঙ্গে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রসার রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়।

ঘোষণাপত্রে **গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে প্রসারিত করতে এবং আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে** সংকল্প নেওয়া হয়। সকল শ্রেণির মানুষের, বিশেষ করে মহিলাদের, সংখ্যালঘুদের এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের সর্বপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

ঘোষণাপত্রে **আফ্রিকার ব্যাপারে** বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং আফ্রিকার উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়, যেমন—ঋণ মুকুব, উন্নত বাজারে প্রবেশাধিকার, সরকারি দপ্তরের উন্নয়নে সহায়তা, বিদেশ থেকে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ, প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তান্তর ইত্যাদি।

সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সাধারণসভাকে জাতিপুঞ্জের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় অবস্থানে আনার জন্য এবং এটিকে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদকে আমূলভাবে সংস্কারের জন্য দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া জাতিপুঞ্জ যাতে তার নির্ধারিত কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে, সেজন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি আবেদন রাখা হয় তারা যেন জাতিপুঞ্জকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে (World Summit) উপস্থিত বিশ্ব নেতৃত্ব ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন এবং সমকালীন বিশ্বের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন করে সংকল্প নেন :

(ক) উন্নয়ন : ২০০৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলি (Millennium Development Goals - MDG) পূরণ করা। **লক্ষ্যগুলি হল : (১) দারিদ্র্যকে মুছে ফেলা ;** এর জন্য ২০১০ সালের মধ্যে বাৎসরিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জোগাড় করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পদপেক্ষ গ্রহণ, গরিব দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ প্রদান এবং পুরনো ঋণ মুকুব, বাণিজ্যে উদারীকরণ নীতি কার্যকর করা, WTO-র দোহা কর্মসূচির উন্নয়নমূলক দিকগুলিকে বাস্তবায়িত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হবে।

(খ) সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা : যে-কোনো প্রকার সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বের সমস্ত সরকার কর্তৃক নিঃশর্তভাবে নিন্দা করা ; সন্ত্রাসবাদ রোধে বছরে অন্তত একবার বড়ো আকারের সম্মেলন আহ্বান করা ; পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদ রোধ সংক্রান্ত কনভেনশনগুলিকে যত শ্রীঘ্র সম্ভব রূপায়িত করা ; সন্ত্রাসবাদ দমনে এমন কৌশল (Strategy) গ্রহণ করা যাতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

(গ) শান্তিরক্ষা : এমন একটি শান্তিরক্ষাকারী কমিশন গঠন করা যাতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে শান্তির ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারে ; সম্ভব হলে জাতিপুঞ্জের অধীনে একটি স্থায়ী শান্তিরক্ষা বাহিনী তৈরি করা ; যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহাসচিবের ক্ষমতা ও দৌত্যের এলাকা প্রসারিত করা।

(ঘ) সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ : পরিকল্পিত গণহত্যা (genocide), যুদ্ধ, জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে মানবতার বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া অপরাধের মোকাবিলায় সময়মতো এবং যথাযথ যৌথ আন্তর্জাতিক দায়িত্বগ্রহণের অঙ্গীকার করা।

(ঙ) মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের অনুশাসন : জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সুরক্ষার হাতিয়ারকে শক্তিশালী করা, হাইকমিশনারের বাজেটকে দ্বিগুণ করা, আগামী বছরে একটি মানবাধিকার পর্ষদ (Council) গঠন করা, গণতন্ত্রকে এক বিশ্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, মহিলা তথা শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার অবসান ঘটানো, সকল প্রকার দুর্নীতি দমন করা।

(চ) পরিবেশ : জলবায়ু পরিবর্তনকে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে জাতিপুঞ্জে গৃহীত কনভেনশনকে কার্যকর করা, পরিবেশ দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্বল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করা, যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার যথাবিহিত আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) পরিবেশ : জলবায়ু পরিবর্তনকে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে জাতিপুঞ্জে গৃহীত কনভেনশনকে কার্যকর করা, পরিবেশ দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্বল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করা, যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার যথাবিহিত আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য : HIV/AIDS, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা, সেবা, সাহায্য এবং নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

(ঝ) মানবিক সাহায্য : কেন্দ্রীয় আপৎকালীন আর্থিক ভাণ্ডারকে উন্নত করা, যাতে সময়মতো নির্দিষ্ট স্থানে তৎপরতার সঙ্গে রিলিফ পৌঁছানো যায় এবং বিপর্যয় মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

(ঞ) জাতিপুঞ্জের সনদকে যুগোপযোগী করা : সনদের যেসব বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে, সেগুলি সংশোধন করা, যেমন অছিপরিষদকে তুলে দেওয়া, জাতিপুঞ্জের ঐতিহাসিক উপনিবেশবাদ বিরোধী ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং 'শত্রুরাষ্ট্র' সংক্রান্ত সনদের বিষয়গুলিকে বাতিল করা।

মূল্যায়ন : ২০০০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শীর্ষ বৈঠকে যে মিলেনিয়াম ঘোষণাপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়, তার বাস্তবায়নের ফলে পৃথিবীর বহু মানুষের বিশেষ করে দুর্বল অসহায় মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলি (Millennium Development Goals-MDG) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ চরম দারিদ্র থেকে উন্নততর জীবনে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে, ক্ষুধার জ্বালা থেকে স্বস্তি পেয়েছে, বহু বালিকা স্কুলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে।

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব **বান কি মুন** বলেছেন, "এইসব উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও আমি ভালভাবে জানি মানুষে মানুষে বৈষম্য এখনও বিদ্যমান এবং উন্নয়ন ঘটেছে অসমভাবে। পৃথিবীর দরিদ্র মানুষেরা পৃথিবীর কিছু বিশেষ অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ২০১১ সালে দেখা যায়, পৃথিবীর এক বিলিয়ন অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ বাস করে বিশ্বের মাত্র ৫টি দেশে। এখনও বহু মহিলা অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় অথবা সন্তান প্রসবের সময় প্রাণ হারায়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য এখনও যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য থেকে জানি আমাদের কী করা উচিত। কিন্তু আরও উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস। আশা করব আগামী ১৫ বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যে, বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণ লক্ষ্যে পৌঁছে যাব এবং প্রত্যেক মানুষ তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এমন একটি পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারব।"

মূল্যায়ন : জাতিপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুন কর্তৃক প্রণীত Millennium Declaration Development Report, 2015 থেকে জানা যায় ২০০০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এই ১৫ বছরে ঘোষণাপত্রে ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাফল্য যেমন এসেছে, ব্যর্থতাও তেমনি থেকে গেছে। এসম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

লক্ষ্য ১ : ঘোষণাপত্রের ১ নং লক্ষ্য হিসেবে ছিল দারিদ্রের অবসান। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এই লক্ষ্যে অনেকটাই সাফল্য পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চূড়ান্ত দারিদ্র হার ছিল যেখানে ৪৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশ। সংখ্যার বিচারে ১৯৯০ সালে চূড়ান্ত দরিদ্র মানুষ ছিল পৃথিবীতে মোট ১৯২৬ মিলিয়ন, ১৯৯৯ এবং ২০১৫ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৫১ মিলিয়ন এবং ৮৩৬ মিলিয়ন।

লক্ষ্য ২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। এখানেও সাফল্য কম নয়। ২০০০ সালে যেখানে ১০০ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল, সেখানে ২০১৫ সালে সংখ্যাটি কমে ৫৭ মিলিয়নে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য ৩ : লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন : এ ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১০৩-৯৮, সেখানে ২০১৫ সালের অনুপাত হল ১০০-১০০।

লক্ষ্য ৪ : মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো : ২০০০ সালে প্রসূতিকালীন মহিলা মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রতি ১ লক্ষে ৩৩০ জন, সেখানে ২০১৫ সালে সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ২১০-এ।

লক্ষ্য ৫ : শিশুমৃত্যুর হার কমানো : এখানেও উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিশ্বের ৫ বছরের নীচের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যেখানে ছিল ১২.৭ মিলিয়ন, ২০১৫ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় মাত্র ৬ মিলিয়নে। ২০০০ সালে বিশ্বের মোট শিশুর ৭৩ শতাংশকে টীকা কর্মসূচির আওতায় আনা যায়, সেখানে ২০১৩-তে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪ শতাংশে।

লক্ষ্য ৬ : HIV/AIDS, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ : ২০০৩ সালে AIDS আক্রান্ত বিশ্বের মোট ০.৮ মিলিয়ন রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা যায়, সেখানে ২০১৪-তে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৩.৬ মিলিয়ন। এছাড়া সাব-সাহারা আফ্রিকাতে প্রচুর গরিব মানুষকে মশারি দান করা হয় এবং যক্ষ্মা রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে বাঁচানো হয়।

লক্ষ্য ৭ : দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সুরক্ষা : ১৯৯০ সালে ১.৯ বিলিয়ন মানুষ পাইপবাহী পানীয় জল ব্যবহার করত। ২০১৫ সালে দেখা যায় উক্ত সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২ বিলিয়ানে। এছাড়া **ওজোন স্তরে** ক্ষত বৃদ্ধির হারও ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালে এসে অনেকটা কমে যায়।

লক্ষ্য ৮ : উন্নয়নের জন্য বিশ্বজুড়ে অংশীদারিত্ব (Global Partnership) বৃদ্ধি : এই ব্যাপারে ২০০০ সালে শুরু করা কর্মসূচিগুলির অধিকাংশই ২০১৫ সালে অনেকাংশে সাফল্যে পৌঁছেছে দেখা যায়।

এতসব সাফল্য সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঘোষণাপত্রের ১নং লক্ষ্যটি, অর্থাৎ দারিদ্রের অবসান ঘটানো, এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যমাত্রার থেকে পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এখনও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে যতটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে, তার থেকে অবনতি ঘটেছে বেশি মাত্রায় এবং অবনতির ফল তুলনামূলকভাবে বেশি ভোগ করতে হয়েছে গরিবদের। দেশের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষজনিত আহত হওয়া, হত্যা ও গৃহহীন হওয়ার সংখ্যাও উদ্‌বেগজনক। বর্তমানে প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ৪২,০০০ লোককে গৃহহীন হতে অথবা সরকারি-বেসরকারি আবাসে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ এখনও ক্ষিদের জ্বালায় মরছে অথবা কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ২০০০ সালে প্রণীত Millennium Development Goals (MDG) এখনও আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা উভয়কেই সঙ্গে নিয়ে চলেছে। সবশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমানের বিশ্বে আন্তঃরাষ্ট্রিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিমাণ বেড়েছে এবং সেইমতো জাতিপুঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হওয়া উচিত ছিল। ২০০০ সালে মহাসচিব **কোফি আন্নান** যথার্থই মন্তব্য করেন, একটা সময় প্রতিরক্ষা বলতে শুধু বহিরাক্রমণ থেকে সুরক্ষাকে বোঝানো হত, বর্তমানে প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষা বলতে অভ্যন্তরীণ হিংসা থেকে সম্প্রদায় তথা ব্যক্তিমানুষের নিরাপত্তাকে বোঝানো বাঞ্ছনীয় ("Once synonymous with the defence of territory from external attack, the requirements of security today have come to embrace the protection of communities and individuals from internal violence."–Kofi Annan)।